আমাদের সময়

তারিখ 20 JAN 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

কর্মকর্তাদের নৈরাজ্যে হয়রানির শিকার শিক্ষার্থীরা

সানাউল হক সানী ●

নৈরাজ্য আর খেয়াল-খুশির সূতিকাগারে পরিণত হতে চলেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী থেকে শুরু করে শিক্ষক, কর্মকর্তা সবার মধ্যে 'আমিই রাজা' ধরনের মনোভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। দায়িত্ব পালনে অবহেলা যেন এক ধরনের বাহাদুরি হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে প্রাচ্যের বাতিঘর বলে খ্যাত দেশের প্রাচীন এ বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রশাসনিক ভবনে যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে পড়তে হচ্ছে নানা ঝক্কি-ঝামেলায়। শিক্ষার্থীরা হরহামেশাই হয়রানির শিকার হচ্ছেন। অনেক ক্ষেত্রে টাকার বিনিময়ে কাজ সারতে হচ্ছে তাদের। এ চিত্র কেবল প্রশাসনিক ভবনেই নয়। প্রক্টরিয়াল টিম থেকে শুরু করে নিরাপত্তা রক্ষী সবাই যেন পাল্লা দিয়ে দায়িত্বে অবহেলা করছেন। আর ক্ষমতাসীন দল সমর্থিত ছাত্রনেতারা ক্যাম্পাসে অলিখিত প্রশাসক বনে গেছেন বরাবরের মতো। তবে এসব সমস্যা নিয়ে মাথাব্যথা নেই প্রশাসনের।

সাম্প্রতিক সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় ধরনের অস্ত্রবাজির ঘটনা ঘটেনি। তবে প্রায় প্রতিদিনই তুচ্ছ বিষয়ে হাতাহাতি-মারামারির ঘটনা ঘটছে। চলছে পাল্টাপাল্টি হামলা। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক সমর্থিত চারুকলা অনুষদের নেতা সাগর হোসেন সোহাগকে পিটিয়ে হাসপাতালে পাঠিয়েছেন সভাপতি সমর্থিত কর্মীরা। এ নিয়ে বেশ কয়েকদিন উত্তেজনা বিরাজ করে ক্যাম্পাসে। পরে সিনিয়র নেতারা এ ঘটনার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করবেন এমন আশ্বাসে আপাতত সংঘাত থেকে সরে আসে ছাত্রলীগের ক্যাম্পাসকেন্দ্রিক দুটি পক্ষ। এছাড়া সিট দখল আর প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখাতে দুর্বৃত্তপনাও আছে। সাধারণ শিক্ষার্থীদের কল্যাণে কোনো কর্মসূচি নেই ছাত্র সংগঠনগুলোর। আর ক্যাম্পাসের নিরাপত্তার ভার যাদের হাতে সেই প্রক্টরিয়াল টিম বাস্তবে ঠুঁটো জগন্নাথ। প্রক্টরিয়াল টিমের সদস্যদের বিরুদ্ধেই উল্টো বিস্তর অভিযোগ।

বিশ্ববিদ্যালয়কে সাধারণত গবেষণার স্থান হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। জন চলাচল কম থাকে, যান চলাচল থাকে নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ বিবেচনায় ব্যতিক্রম। নগরীর প্রাণকেন্দ্রে অবস্থান হওয়ায়, কিছু ঐতিহাসিক স্থাপনা ও সাংস্কৃতিককেন্দ্র থাকায় ক্যাম্পাসে মানুষের চলাচল স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি। ক্যাম্পাসের মধ্য দিয়ে নগরীর প্রধান দুই-তিনটি সড়ক চলে গেছে। প্রতিদিন এসব সড়কে হাজার হাজার যান চলাচল করে। ফলে ক্যাম্পাসে দুর্ঘটনা ঘটে। গত ১৫ বছরে ঢাকা ক্যাম্পাস ও সংলগ্ন রাস্তায় দুর্ঘটনায় ৩ শিক্ষার্থী, একজন শিক্ষকের স্ত্রী এবং একজন পথচারী মারা গেছেন। আহত হয়েছেন অনেকে। শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে ভারী যান চলাচল বন্ধের দাবি জানাচ্ছে অনেক দিন ধরে, কিন্তু কাজ হচ্ছে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের আটটি পথ রয়েছে– নীলক্ষেত, শাহবাগ, পলাশী, বকশীবাজার, চানখাঁরপুল, আনন্দবাজার, বঙ্গবাজার ও হাইকোর্ট মোড়। প্রবেশপথে দুজন করে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তারক্ষী থাকার কথা। কিন্তু সরেজমিন কাউকে

এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম

কর্মকর্তাদের নৈরাজ্যে হয়রানির শিকার

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) দেখা যায়নি। অনিয়ন্ত্রিত যান চলাচলের কারণে প্রায়ই ক্যাম্পাসে বিকট যানজট বাধে। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী প্রায় ৩৭ হাজার। শিক্ষক ১৯৫০ জন। রয়েছেন কয়েক হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারী। তাদের নিরাপত্তা ও অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য রয়েছেন একজন প্রক্টর ও ১৪ সদস্যের প্রক্টরিয়াল টিম। রয়েছেন অনুষদভিত্তিক আটজন সহকারী প্রক্টর। জরুরি পরিস্থিতিতে পুলিশ ডাকা হয়ে থাকে। নিজের দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় কোনো ঘটনা ঘটলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়ার কথা সহকারী প্রক্টরের। তবে তারা নামে আছেন, কাজে নেই। যদিও তারা আবাসন সুবিধা পান, মাসে বিবিধ ভাতা পান। বিশাল ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা টহলের জন্য রয়েছে একটিমাত্র মাইক্রোবাস। বার্ষিক নিরাপত্তা বরাদ্দ মাত্র ৩০ লাখ টাকা। প্রক্টরিয়াল টিম দিনে তিন শিফটে দায়িত্ব পালন করে। টিম ও প্রক্টর অফিসের জন্য বরাদ্দ বছরে ৮ লাখ টাকা। প্রায়ই কোনো না কোনো হলে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা মারামারি বাধায়। ছাত্রীদের উত্যক্ত করা, শিক্ষকদের লাঞ্ছিত করা বা হুমকি দেওয়া প্রভৃতি ঘটনায় প্রতিদিন ১০-১৫টি অভিযোগ প্রক্টর অফিসে জমা পড়ে। তবে সব অভিযোগ আমলে নিয়ে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। কার্যত তাদের কোনো ক্ষমতা নেই। শিক্ষার্থীদের ভাষ্য অনুযায়ী, সারা দিন তারা শুধু ভ্রাম্যমাণ দোকান তাড়ায়। প্রক্টরিয়াল টিম নিজেই অনিয়ম, অনৈতিকতার দায়ে অভিযুক্ত।

একই চিত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে। ৩৭ হাজার শিক্ষার্থীর বাইরে বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দাপ্তরিক কাজের স্থান প্রশাসনিক ভবন। তবে বাংলাদেশের অন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের চেয়েও খারাপ অবস্থা এ স্থানের। ছোট ছোট কাজ সমাধানের জন্যও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেছনে ছুটতে হয় দিনের পর দিন। কাউকেই তোয়াক্কা করে না তারা। অনুসন্ধানে দেখা গেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন জোরালো। শিক্ষক-কর্মকর্তাদের অনুগতরাই মূলত এখানে চাকরি পেয়ে থাকেন। একই চিত্র হলগুলোর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে। প্রায় সময়ই হলগুলোতে চুরির ঘটনা ঘটে। হলের গেটে নিরাপত্তারক্ষী থাকলেও তারা ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করেন না। ফলে মোটরসাইকেল, সাইকেল, ল্যাপটপ, মোবাইল, কাপড় ইত্যাদি চুরির ঘটনা ঘটছে অহরহ। শিক্ষার্থীদের সেবায় প্রতি হলে কর্মচারী থাকলেও সাধারণ শিক্ষার্থীরা অনেকেই জানেন না সে খবর। তবে এসব কর্মচারীরা দায়িত্ব পালন না করলেও ক্যাম্পাস ও ক্যাম্পাসের বাইরে নানা ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত রয়েছেন। এসব বিষয়ে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. এএম আমজাদ বলেন, বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে। ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। তবে প্রক্টরিয়াল বডির কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ থাকলে ব্যবস্থা নেওয়া হয় তাৎক্ষণিক। এছাড়া অপ্রতুল বাজেট। ফলে সব কাজ সমাধান করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এরপরেও বিভিন্নভাবে চেষ্টা করছি নিরাপত্তা বজায় রাখতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, আমাদের পর্যাপ্ত জনবল না থাকায় অনেক সময় সমস্যার সৃষ্টি হয়। এরপরও কর্মচারীদের মনিটরিংয়ের জন্য স্টেট অফিসকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আর হল ও প্রশাসনিক ভবনের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। এরপরও নির্দিষ্ট কোনো ক্ষেত্রে অভিযোগ থাকলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে।